ID: 2084

Context: গর্ভপাতের কারণ

Question: কি কারণে গর্ভপাত হয়, কী করবেন?

Answer:

একটি সুস্থ সন্তান পৃথিবীতে আসবে এটি কোন মায়ের না চাওয়া। কিন্তু অনেক সময় অন্ত:সত্ত্বাদের অনাকাঙ্ক্ষিত গর্ভপাতের ঘটনাও ঘটে। অনেকের আবার বারবার এই সমস্যা দেখা দেয়। এমনটি হলে মায়েরা ভেঙে পড়েন। আবার অনেকে নতুন করে আশায় বুকও বাধেন।

গর্ভপাতের কারণ ও করণীয় নিয়ে যুগান্তরকে পরামর্শ দিয়েছেন বিআরবি হাসপাতালের গাইনি ও প্রসূতি বিভাগের কনসালটেন্ট ডা. শাহিনা বেগম শান্তা।

অনেক দম্পতিই আমাদের কাছে আসেন, পুনঃপুনঃ গর্ভপাতের সমস্যা নিয়ে আর আশায় বুক বাঁধেন, নিশ্চয়ই একদিন সুস্থ একটি সন্তানের মুখ দেখতে পাবেন। কিছু কারণ, যা অ্যাবরশন বা গর্ভপাতের কারণ হতে পারে।

প্রায় ৫০ শতাংশ ক্ষেত্রেই গর্ভপাতের কোনো কারণ খুঁজে পাওয়া যায় না। সব পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর যখন কোনো কারণ আমরা খুঁজে পাই না, তখনই অজ্ঞাতনামা হিসাবে বলে থাকি। এদের যে কোনো সময় একটি সুস্থ বাচ্চা হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

\* হরমোনজনিত সমস্যা : অনিয়ন্ত্রিত ডায়াবেটিস, অনিয়ন্ত্রিত থাইরয়েড হরমোন, প্রোলাকটিন হরমোন যদি বেশি থাকে ও প্রজেস্টেরন হরমোনের ঘাটতি থাকলে অ্যাবরশন হতে পারে। সেক্ষেত্রে হরমোনের ডাক্তার দেখিয়ে চিকিৎসা নিতে হবে ও গর্ভাবস্থায় প্রজেস্টেরন হরমোন নিতে হবে।

\* ক্রোমোজমের ত্রুটি : বাবা-মায়ের ক্রোমোজমের যদি কোনো ত্রুটি থাকে, তা গর্ভস্থ সন্তানের মাঝেও থাকতে পারে, সেক্ষেত্রে বারবার অ্যাবরশন হতে পারে। বাবা-মায়ের ক্রোমোজমের পরীক্ষা করলে তা ধরা পড়ে। আবার কখনও কখনও গর্ভস্থ সন্তানও ক্রোমোজমের ত্রুটি নিয়ে জন্মায়, বাবা-মা একদম সুস্থ। মায়ের বয়স ৩৫ বা তার বেশি হলে এমন হওয়ার আশঙ্কা বেশি থাকে। এটা নিশ্চিত হওয়ার জন্য অ্যাবরশন হওয়ার পরে, সেখান থেকে টিস্যু নিয়ে পরীক্ষা করলে নিশ্চিত হওয়া যাবে। উভয়ক্ষেত্রেই আইভিএফ বা টেস্ট টিউব বেবি চিকিৎসার সহায়তা নিতে হবে। ভ্রূণ হতে কোষ নিয়ে ক্রোমোজম পরীক্ষা করে নিশ্চিত হয়ে সুস্থ ভ্রূণ প্রতিস্থাপন করা যেতে পারে।

\* অ্যান্টি-ফসফোলিপিড সিনড্রোম ও থ্রম্বোফিলিয়া : এ ক্ষেত্রে রক্তের ঘনত্ব বেশি থাকে। গর্ভাবস্থায় রক্ত জমাট বেঁধে যায়, ছোট ছোট রক্তনালিতে রক্ত সরবরাহ বাধাপ্রাপ্ত হয়। ফলে ভ্রূণও প্রয়োজনীয় রক্ত সরবরাহ পায় না ও একসময় হার্টবিট বন্ধ হয়ে যায়। বারবার মিসড অ্যাবরশন হলে এ রকম কারণ চিন্তা করতে হবে। এ সমস্যা হতে গর্ভাবস্থায় উচ্চরক্তচাপও হতে পারে। এ সমস্যা নির্ণীত হলে অ্যাসপিরিন ও লো মলিকুলার ওয়েট হেপারিন নিতে হবে।

\* জরায়ুর আকৃতিগত ত্রুটি : জরায়ুতে কোনো টিউমার, জরায়ুর ভেতর পর্দা, জন্মগতভাবে জরায়ুর আকৃতিগত কোনো সমস্যা, জরায়ুমুখের দুর্বলতা ইত্যাদি কারণেও বারবার গর্ভপাত হতে পারে। এসব কারণের জন্য গর্ভপাত হলে সাধারণত ৩ মাস পার হয়ে যাওয়ার পর হয় কিংবা সময়ের অনেক আগেই প্রসববেদনা শুরু হয়ে যায়। এ ক্ষেত্রে টিউমার বা পর্দা অপারেশন করে কেটে ফেলতে হবে। জরায়ুমুখ দুর্বলতার জন্য সারভাইকেল সারক্লেজ (Cervical Cerclage) অপারেশন করতে হবে। আকৃতিগত ত্রুটিও কখনো কখনো অপারেশন করে ঠিক করে দেওয়া যায়।

\* জীবনযাপনের ত্রুটি : ধূমপান, মদ্যপান, স্থূলতা, ঝুঁকিপূর্ণ পেশা, পরিবেশ দূষণ ইত্যাদি কারণেও গর্ভপাত হতে পারে। স্বাস্থ্যকর জীবনযাপন করতে হবে, ওজন কমাতে হবে ও প্রয়োজনে পেশার পরিবর্তন করতে হবে।

\* ডিম্বাণু ও শুক্রাণুর গুণগতমানের সমস্যা : ডিম্বাণু ও শুক্রাণুর গুণগতমানের সমস্যা থাকলেও গর্ভপাত হবে। কিছু অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট ও ভিটামিন দেওয়া যেতে পারে। চিকিৎসাতে যদি উন্নতি না হয়, আইভিএফ বা টেস্ট টিউব বেবি চিকিৎসার সহায়তা লাগতে পারে।

যেসব দম্পতিরা বারবার গর্ভপাতের সমস্যায় ভুগে থাকেন, তারা মানসিকভাবে খুব দুর্বল ও হতাশ হয়ে থাকেন। নানা রকম উদ্বিগ্নতা তাদের ঘিরে। যথাযথ কাউন্সেলিং, মানসিক সাপোর্ট ও চিকিৎসা তাদের মুক্তি দিতে পারে হতাশা থেকে আর শোনাতে পারে আশার কথা।

ID: 2196

Context: কৈশোরে গর্ভধারণ এর ঝুঁকি

Question: কৈশোরে গর্ভধারণ অত্যন্ত ঝুঁকিপূণর্ কেন ?

Answer:

কৈশোরে গর্ভধারণ অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ। কারণ এ সময় কিশোরীর নিজেরই শারীরিক বৃদ্ধি অসম্পূর্ণ থাকে, তাই তার পুষ্টিসহ শারীরিক বৃদ্ধি ও মানসিক বিকাশ তখনও চলতে থাকে। এ অবস্থায় গর্ভধারণ করলে কিশোরী মা ও শিশু উভয়ই ঝুঁকির মধ্যে পড়ে যায়। গর্ভাবস্থায় কিশোরীর সাথে সাথে তার মধ্যে বেড়ে ওঠা সন্তানেরও নানা প্রকার পুষ্টিরদরকার হয়। অথচ এ সকল সেবা এবং পুষ্টি কিশোরীর জন্য সবসময় পাওয়া সচরাচর সম্ভব নয়।

ID: 2683

Context: গর্ভপাতের পরিসংখ্যান

Question: বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার তথ্য অনুযায়ী শতকরা কত হারে গর্ভপাতের ঘটনা ঘটে?

Answer:

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার তথ্য অনুযায়ী প্রতি ১০০ জন গর্ভবতী নারীর মধ্যে ১০-১৫ শতাংশ ক্ষেত্রে গর্ভপাতের ঘটনা ঘটে থাকে।

ID: -1

Context: গর্ভপাতের পরিসংখ্যান

Question: বাংলাদেশের ২০১৪ সালের জরিপ অনুযায়ী প্রতিদিন গর্ভপাতের সংখ্যা কত?

Answer:

বাংলাদেশের ২০১৪ সালের জরিপ অনুযায়ী প্রতিদিন গর্ভপাতের সংখ্যা ৩ হাজার ২৭১টি।

ID: 2684

Context: মিসক্যারেজ বা গর্ভপাত

Question: মিসক্যারেজ বা গর্ভপাত কি?

Answer:

গর্ভধারণের প্রথম ২৮ সপ্তাহের মধ্যে যদি কোন শিশুর মৃত্যু হয়, তাকেই মিসক্যারেজ বা গর্ভপাত বলা হয়ে থাকে।

ID: -1

Context: মিসক্যারেজ বা গর্ভপাত

Question: মিসক্যারেজ বা গর্ভপাত করা হলে এর পরবর্তী সময়ে নারীদের পুরোপুরি সুস্থ হয়ে উঠতে কত সময় লাগে?

Answer:

গর্ভবতী নারীর আবেগে বড় ধরনের পরিবর্তন হয়।অনেকগুলো কারণেই মিসক্যারেজ হতে পারে। এর কিছু কিছু কারণ শনাক্ত করা যায়। আবার অনেক সময় বাচ্চা নষ্ট হয়ে গেলেও কারণটা বুঝতে পারা যায় না।' মিসক্যারেজ বা গর্ভপাত করা হলে এর পরবর্তী সময়ে নারীদের পুরোপুরি সুস্থ হয়ে উঠতে এক থেকে দুই মাস সময় লাগে। "গর্ভধারণের আট থেকে ১০ সপ্তাহ পর্যন্ত গর্ভপাত করা হলে মায়ের ঝুঁকি অনেক কম থাকে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই ওষুধ দিয়ে এটা করা যায়। গর্ভপাত পরবর্তী সন্তান ধারনের ক্ষেত্রে রোগীর শারীরিক অবস্থা পূর্বেই ইতিহাস বিশ্লেষণ করে চিকিৎসক পরামর্শ দিতে পারেন। মা বা বাচ্চার স্বাস্থ্য ঝুঁকি তৈরি হলে গর্ভপাতের জন্য যেকোনো হাসপাতালের গাইনি বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ নেয়া উচিত। আগে যদি কখনো গর্ভপাত হয়ে থাকে, তাদের নিয়মিত চিকিৎসকের তত্ত্বাবধানে থাকতে হবে। তখন বুঝতে পারা যায় যে, এই বাচ্চার মিসক্যারেজের সম্ভাবনা কতটা। ডায়াবেটিস, স্থূলতা, কিডনির রোগ বা প্রেশার ইত্যাদি থাকলে সেগুলো তার নিয়ন্ত্রণে রাখতে হবে।

ID: 2685

Context: গর্ভপাতের কারণ

Question: গর্ভপাতের কারণ কি?

Answer:

অনেক সময় আপনাআপনি নারীদের গর্ভপাত হয়ে যায়। আবার অনেক সময় স্বাস্থ্য বা অন্য কোন কারণে বাবা-মায়ের ইচ্ছায় গর্ভপাত করানো হয়ে থাকে।

ID: 2686

Context: গর্ভপাতের ফলে শিশুর মৃত্যু

Question: সারা বিশ্বে প্রতি বছর গর্ভপাতের ফলে কত শিশুর মৃত্যু হয়?

Answer:

সারা বিশ্বে প্রতি বছর গর্ভপাতের ফলে অন্তত ২ কোটি শিশুর মৃত্যু হয়।

ID: 2687

Context: গর্ভাবস্থায় শিশু মৃত্যু প্রতিরো্ধ

Question: গর্ভাবস্থায় শিশু মৃত্যু প্রতিরোধ করা কি সম্ভব?

Answer:

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা বলছে,সঠিক সময়ে ব্যবস্থা নিয়ে গর্ভাবস্থায় শিশু মৃত্যুর অনেকটাই প্রতিরোধ করা সম্ভব।বাংলাদেশে হাতুড়ে চিকিৎসক বা ধাত্রীর মাধ্যমে গর্ভপাত করাতে গিয়ে মৃত্যুর অনেক ঘটনা ঘটে থাকে। অনেকগুলো কারণেই মিসক্যারেজ হতে পারে। এর কিছু কিছু কারণ শনাক্ত করা যায়। আবার অনেক সময় বাচ্চা নষ্ট হয়ে গেলেও কারণটা বুঝতে পারা যায় না।

ID: 2688

Context: গর্ভপাতের আইন

Question: বাংলাদেশের আইন অনুযায়ী কি গর্ভপাত করানো যেতে পারে?

Answer:

বাংলাদেশের আইন অনুযায়ী যদিও গর্ভপাত নিষিদ্ধ। তবে সেখানে বলা হয়েছে, মায়ের জীবন রক্ষার প্রয়োজন হলে গর্ভপাত করানো যেতে পারে।

ID: 2689

Context: গর্ভপাত সম্পর্কে চিকিৎসকদের মতামত

Question: গর্ভপাত সম্পর্কে চিকিৎসকদের মতামত কি?

Answer:

গর্ভপাত সম্পর্কে চিকিৎসকরা বলছেন, অনেক সময় মায়ের স্বাস্থ্যের ঝুঁকি তৈরি হলে চিকিৎসকরা গর্ভপাতের পরামর্শ দেন। আবার অনেক সময় জীবনযাপন, অসুস্থতা, খাবার বা অন্যান্য কারণে আপনাআপনি গর্ভপাতও হয়ে যায়।শুরু থেকে সতর্কতা ও চিকিৎসকের পরামর্শে থাকলে এটি অনেকাংশেই এড়ানো সম্ভব।

ID: 2690

Context: সারোগেসি

Question: সারোগেসি কি?

Answer:

সারোগেসি হলো একটি সমঝোতা যেখানে একজন মা তার গর্ভাবস্থা এবং সন্তান জন্মানোর জন্য অন্য একজন মা বা নায়িকা দ্বারা প্রায়োজনীয় গর্ভধারণ করে দেয়। এই প্রক্রিয়াটি সারোগেট মাতৃত্ব বা গর্ভধারণ হিসেবে পরিচিত।

সারোগেসি প্রক্রিয়াটি মাতা ও পিতাদের সন্তান ধারণ করতে সাহায্য করতে সহায়ক হতে পারে যখন তাদের নিজেদের শারীরিক সমস্যা, গর্ভধারণের সমস্যা, বা অন্যান্য কারণে সন্তান জন্মান সম্ভব না হলে। এছাড়াও, সারোগেট মা হতে সক্ষম হতে হবে যেহেতু তার শারীরিক স্বাস্থ্য ও মানসিক স্বাস্থ্য সুস্থ এবং সকল আপেক্ষিক শর্ত অনুসরণ করতে পারে।

সারোগেসি প্রক্রিয়াটি বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের নেতৃত্বে সম্পাদন করা হয় এবং এটি ধারণের সময় এবং সন্তানের জন্মের পরে নিয়মিত চিকিৎসকের নজরদারি অধীনে রাখা হয়। সারোগেট মা মূল মা ও পিতাদের সন্তান প্রাপ্তির প্রক্রিয়ায় একটি মহত্ত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে, তাদের সন্তান ধারণের স্থান হয়

ID: 2691

Context: গর্ভপাতের বাস্তব উদাহরন

Question: একজন চাকুরীজীবী গর্ভবতী মহিলার গর্ভপাতের বাস্তব উদাহরন কি ?

Answer:

ঢাকার একটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে চাকরিজীবী একজন নারীর পাঁচ বছর আগে মিসক্যারেজ হয়ে যায়। সেই সময় তার গর্ভের সন্তানের বয়স হয়েছিল সাড়ে পাঁচ মাস। ''প্রেগন্যান্ট হওয়ার পর দেড় মাসের দিকে হালকা রক্তপাত হয়েছিল। কিন্তু আশঙ্কা করার মতো তেমন মনে হয়নি। সেই অবস্থায় আমি নিয়মিত অফিস করেছি, বাইরে ছোটাছুটি করতে হয়েছে। আমার প্রেগন্যান্সির যখন সাড়ে পাঁচ মাস, তখন একদিন আমার কোমরে প্রচণ্ড ব্যথা শুরু হয়। হালকা ব্লিডিংও হচ্ছিল। একদিন বাথরুমে যাওয়ার পর মনে হলো, সাদা কি যেন একটা শরীর থেকে বেরিয়ে গেল। চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে আমাকে দ্রুত হাসপাতালে ভর্তির পরামর্শ দেন। তারা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে জানান, যেখানে বেবি থাকে, তার শরীরের সেই জরায়ুর মুখ খুলে গেছে। তারা সেটা সেলাই দিয়ে আটকে দেয়ার চেষ্টাও করেছিলেন, কিন্তু বেশিরভাগ অংশটা খুলে যাওয়ায় আর সেটা সম্ভব হয়নি। আমার বাচ্চাটিকে আর বাঁচানো যায়নি। এরপর আমি মানসিক-শারীরিকভাবে একেবারে বিধ্বস্ত হয়ে গিয়েছিলাম। প্রতি মুহূর্ত আমার সেই অনাগত সন্তানকে মিস করতাম,'' বিবিসি বাংলাকে তিনি বলছিলেন।

ID: 2692

Context: নিঃসন্তান দম্পতি

Question: বাংলাদেশে নিঃসন্তান দম্পতিরা কি ধরনের সমস্যার শিকার হন?

Answer:

বাংলাদেশে নিঃসন্তান দম্পতিরা সামাজিক নিগ্রহের শিকার হন।"যুক্তরাজ্যের স্বাস্থ্যসেবা বিভাগ এনএইচএস বলছে, গর্ভপাত নিয়ে বিশ্বের নারীদের অনেকের মধ্যে ভুল ধারণা রয়েছে, যার কোন ভিত্তি নেই।"গাইনোকলোজিস্টের মতে প্রথমবার যেসব কারণে মিসক্যারেজ হয়েছে, সেগুলো শনাক্ত করে সতর্কতা অবলম্বন করেই অধিকাংশ ক্ষেত্রে গর্ভপাত ঠেকানো সম্ভব।"গর্ভাবস্থায় শরীরের সামনের অংশ বেড়ে যাওয়ার কারণে পিঠের হাড়ে চাপ তৈরি হয়। দুর্ঘটনা এড়াতে দ্বিতীয়বার গর্ভধারণের শুরু থেকেই একজন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের তত্ত্বাবধানে থাকা উচিত।